R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৯ই আগষ্ট, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

গঙ্গাভাঙ্গন ও বন্যা প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা কি দাবী হিসাবেই থেকে যাবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে ঐ সমিতির সদস্য ও বিরোধী কংগ্রেস নেতা মোঃ জিয়াউর রহমান মোল্লা গঙ্গাভাঙ্গন ও বন্যা প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা নেবার দাবী জানিয়েছেন। মোঃ মোল্লার দাবী ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত গঙ্গাভাঙ্গনে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। এইসব গ্রামবাসীরা কেউ দিনমজুর, কেউ রাজমিস্ত্রী বা বিড়ি শ্রমিক। ঘর ভেঙ্গে যাবার কারণে তাঁরা বর্তমানে এ্যাফ্লেক্স বাঁধের উপর অস্থায়ীভাবে বাস করছেন। এছাড়া এই ব্লকের প্রায় ৮৫ হাজার গ্রামবাসী প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়েন। এর মধ্যে গিরিয়া, সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, বড়শিমুল, সেখালিপুর, জোতকমল, সম্মতিনগর এবং তেঘরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রতি বছর প্লাবিত হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের কোনো স্থায়ী ত্রাণশিবিরের ব্যবস্থা ব্লকে নেই। পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্য এঁদের জন্য স্থায়ী বন্যা ত্রাণশিবির গড়ে তোলার দাবী জানিয়েছেন। তাঁর মতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য নিরাপদ স্থানে পাকা দালান তৈরী করতে হবে। এছাড়াও এ্যাফ্লেক্স বাঁধের উপর যাঁরা বাস করছেন তাঁদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বন্যাত্রাণ সামগ্রীসহ ঘর পুনর্নির্মাণের টাকা বিতরণের বৈষম্যের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর এই দাবীগুলি জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকেও জানানো হয়েছে। এদিকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন বর্ষার মুখে (শেষ পৃষ্ঠায়)

অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরা এখানে এসেছি রক্ত পিচ্ছিল পথ ধরে —অরুণ ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্বাচন উপলক্ষে গত ২১ জুলাই ফরাক্কা নুরুল হাসান কলেজে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় শিক্ষক নেতা প্রভাস মিশ্র। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির স্থানীয় সম্পাদক আবদুস সালাম। এছাড়া বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন—আজকের বয়স্ক শিক্ষকেরা জানেন কংগ্রেসী শাসনের সময়ে শিক্ষকদের কী নিদারুণ দুরবস্থা ছিল। তখন সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬১ থেকে ৭৫ টাকা। তাও পোষ্ট অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিতে হতো শিক্ষকদের। কারণ এক সঙ্গে তিন চারজনের বেশী শিক্ষক বেতন পেতেন না। সে সময় শিক্ষকদের অবসরের পর পেনশন, গ্রাচুইটি স্বপ্ন ছিল মাত্র। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আন্দোলন করে ক্রমে ক্রমে বেতন বাড়িয়েছে। অবসরের পর পেনশন, গ্রাচুইটি চালু করেছে। এখন বর্তমান শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন নয় হাজারের কাছাকাছি। নূতনদের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। একদিনে আমরা এই জায়গাতে আসতে পারিনি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আবার বন্ধ—স্তব্ধ শহরের সরকারী জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রীদের হত্যার প্রতিবাদে গত ৪ আগষ্ট শহরে নির্বিবাদে আবার একবার বন্ধ হয়ে গেল। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন ছিল পরেশ পালের ডাকা যুব কংগ্রেসের বন্ধ। আর শেষ পূর্ণ কাজের দিন হঠাৎ ডাকা এই বন্ধ-এও শহরের সরকারী জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। ঐদিন সকাল ৮টা নাগাদ মাইকে একবার প্রচার ও বেলা বাড়ার পর কয়েকটি নাবালক ছেলেকে বিভিন্ন অফিস গেটে একহাত গেরুয়া পতাকা হাতে হাজির করিয়ে বিজেপি অনুমোদিত হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত সমাজসেবী সংস্থাটি তাদের এই বন্ধ সফল করিয়ে নেয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চলছে

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ৯৮ সাল থেকে রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক অডিটে ত্রুটি ধরা পড়ে আসছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রুটির পরিমাণ বিশাল আকার নেওয়ায় নাকি কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। এ ব্যাপারে আর এস পির প্রধান সামশুল হককেই প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। তদন্তে বিডিও বাসব ব্যানার্জী ছাড়াও পঞ্চায়েতের এক্সটেনসন অফিসার ও পঞ্চায়েত অডিট এন্ড অডিট অফিসারও রয়েছেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে ত্রুটিযুক্ত বহু নথিপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি বলে খবর। এক প্রকল্পের টাকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ সাতকাহন ॥

পৃথিবীতে সভ্যযুগের ইতিহাসে নিরস্ত্র তীর্থযাত্রীদিগকে নির্বিচারে হত্যা যে কোনও ধর্মের পরিপন্থী। কিন্তু তুষারলিঙ্গ অমরনাথ-দর্শনে যাঁহারা গিয়াছিলেন, অতি সম্প্রতি তাঁহাদের একটি দল জঙ্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ নরপিশাচদের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। আহারের সময়ে শত্রু বা মিত্র যে-ই হউক, ক্ষুধানিবৃত্তির কালে কাহাকেও হত্যা করা হয় না। কিন্তু নিষ্ঠুর জঙ্গীরা তাহাই করিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরে যে সব জঙ্গী সংগঠনগুলি—হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-ই-তোইবা, হুরিয়ত কনফারেন্স ইত্যাদি দিনের পর দিন নির্বিচারে বিস্ফোরণ ও নরহত্যা চালাইয়া আসিতেছে, তাহাদেরই একটি দল লস্কর-ই-তোইবা এই পাশবিক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে। পাকিস্তান এই সব জঙ্গী সংগঠনগুলিকে নানাভাবে মদত যোগাইয়া আসিতেছে। সেখানে বিভিন্ন স্থানে জঙ্গী-প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে।

সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে নূতন করিয়া জঙ্গী সংগঠন ও ভারতীয় জওয়ানদের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে হিজবল মুজাহিদিন যে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করিয়া সংঘর্ষে বিরতি সাময়িকভাবে ঘটাইয়াছিল এবং ভারত তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া তৎসংক্রান্ত আলোচনা চালাইতেছিল এবং ভারতীয় সেনারা অভিযান স্থগিত রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ই তীর্থযাত্রীদের প্রাণনাশ করা হয়। আর জম্মু-কাশ্মীরের অভ্যন্তরেও নানা জায়গায় উগ্রপন্থীহানা ও হত্যা কোনদিনই থামিয়া থাকে নাই। তবু ভারতের পক্ষ হইতে শান্তির জন্য আলোচনায় সম্মতি প্রদান করা হইয়াছিল।

বিগত কারগিল যুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানেরা চরম প্রতিকূল অবস্থানের মধ্যে থাকিয়া প্রচুর আত্মবলির বিনিময়েও শত্রুপক্ষকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর আবার জঙ্গীহানা শুরু হইয়াছে। মিলিটারি ও নন্-মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বিভাগ নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকে না। তথাপি বিভিন্ন স্থানে জঙ্গীহানা, বিস্ফোরণ ও হত্যা চলিতেছে; তাহাতে রাষ্ট্রের বাহিরে রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পাইতেছে কি? খবরে জানা যায় যে, এই সব জঙ্গী সংগঠনের কোন কোনটিতে আফগনিস্থানের এবং আরব দুনিয়ার ভাড়াটিয়া সৈন্য অথবা জঙ্গীরা রহিয়াছে। ভারতের সামরিক শক্তি দুর্বল নহে। ঠিকমত সিদ্ধান্ত লইয়া অভিযান চালাইলে দেশের মধ্যে ও সীমান্তে শত্রুদের অশান্তি ঘটাইবার ক্ষমতা থাকিবে না। তীর্থযাত্রীদিগকে হত্যা করায় আমেরিকা নিন্দা করিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ক্লিনটন-প্রশাসন ভাবিত। জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা কোনও কোনও রাষ্ট্র মানিয়া লইতে পারিবে না হয়ত আন্তর্জাতিক কারণে। কিন্তু ভারতকে দৃঢ়মনা হইয়া এই সব বিষয় ভাবিতে হইবে। নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিশ্চিত নিরাপত্তা যেখানে বিঘ্নিত হইতেছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লইতে হইবে। হালফিল খবর: কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মোসা ওয়ার্ডাক অতি গোপনে ভারতে আসিয়া দশদিন ছিলেন এবং ভারতের গোয়েন্দা দপ্তরকে বোকা বানাইয়া নিরাপদে ভারত ত্যাগ করেন। আশ্চর্য!

আজ দেশের অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিতেছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, হত্যা ইত্যাদিকে শাসকদল ডাকাত-বাহিনীকে শায়েস্তা করিবার কৈফিয়ৎ হিসাবে খাড়া করিতেছে। নানুর, ভাঙ্গড়, গোঘাট, আরমবাগ, বাঁকুড়া তৎপূর্বে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ অসহায়, অপরের রোষের শিকার হইতেছে। "প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে / বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।", আজ প্রকট। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বোড়ো, উলফা প্রভৃতি দল আঘাতের পর আঘাত চালাইয়া দেশের ধনসম্পদ নাশ ও প্রাণ বিনাশ করিতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া জঙ্গলদস্যু বীরাপ্পন কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার-গুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া স্বেচ্ছাচারের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারে একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকায় 'গ্যাম রাখি না কুল রাখি'—অবস্থা। রাজ্য সরকারগুলির কিছু কিছু তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের অশান্তি কতদিনে যাইবে, তাহা ছা-পোষা মানুষেরা ভাবিয়া পান না। সন্ত্রাসে সকলে কম্পমান। ভোট ব্যবস্থা বিরাট প্রহসন। রাহুমুক্তির লক্ষণ কোথায়? ইহা ভাগ্যের লিখন ছাড়া আর কী হইতে পারে?

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গ্রামে লুঠতরাজ প্রসঙ্গে

গত ১৯শে জুলাই, ২০০০ সাপ্তাহিক "জঙ্গীপুর সংবাদ" পত্রিকায় "দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গ্রামে লুঠতরাজ" শিরোনামার ১২ লাইনে আমার এবং আমার ভাই ফেরামিনকে জড়িয়ে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি এবং আমার পরিবারের কেউই অজয় দাস এবং তাদের আমবাগানের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি মনে করি আমার দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং আমার পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য উক্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।

সেখ নেজামুদ্দিন
তাং ২২/৭/২০০০ সাধারণ সম্পাদক
সুতি ২নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি

পত্রের প্রতিবাদে

আপনার পত্রিকায় ২১/০৬/২০০০ তারিখে প্রকাশিত তিনজন বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিত দেবব্রত সাধু, ভবানী মণ্ডল ও হরিরঞ্জন সরকারের লেখা একটি পত্র আমরা পড়েছি। তাঁরা জনসমক্ষে এভাবে চিত্ত মুখার্জীকে আক্রমণ করলেন কেন বোধগম্য হল না। জঙ্গিপুর পুরসভার ভোটে দল যা করেছে এবং যা বলেছে, তা সকলের মত নিয়েই হয়েছে। একটা কোর কমিটিও হয়েছিল—নির্বাচন চালাতে, যার চেয়ারম্যান ছিলেন উমাশঙ্কর রায়। তাই প্রার্থী বাছাই, ওয়ার্ড বাছাই, কে কোথায় দাঁড়াবেন এবং হঠাৎ সমঝোতা সবই আমরা যা ভালো বুঝেছি করেছি। চিত্তবাবু যতটা হতাশ, আমরা ততটা নই। কেননা পৌরভোটে, পঞ্চায়েতে যারা ভোট দেননা তাঁরাই আমাদেরকে বিধানসভায় বা লোকসভায় ভোট দেন। বিচিত্র দেশে তো এসব বিচিত্র ব্যাপার মেনে নিতে হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসায় চিত্তবাবু কিছু কারণ বলতে গিয়ে ঐ তিনজনের অন্তর্ঘাতের কথা উল্লেখ করেন। এটা তো দলের পর্যালোচনায় প্রার্থীরাই তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন। আসলে দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় ঐ তিনজন ঘরে বসে কথায় বাঘ মেরে অভ্যস্ত এবং অকারণ চিত্ত-বাবুর যষ্টিপুজো করে বিজেপি বিরোধীদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। অগণিত কর্মীদেয় তাঁরা পাবেন কোথায়? নিজ পরিবার ছাড়া তাঁদের সঙ্গে দলের একটিও সক্রিয় সদস্য বা পরিচিত কর্মীদের একজনও নেই। এদের বিরুদ্ধে (৩য় পৃষ্ঠায়)

টেণ্ডারের কাজ নিয়ে ঠিকাদারদের মধ্যে প্রকাশ্য রাস্তায় ধস্তাধস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২১ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের করণে তেঘরী অঞ্চলের রামপুরা রাস্তা নির্মাণের টেন্ডার গ্রহণ এবং খোলার দিন ছিল। সরকারী ব্যয় বরাদ্দ সাত লক্ষ টাকা। মোট চব্বিশজন ঠিকাদার একত্রিত হয়ে কাজটি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রাইজ মানি দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওঠে। সকলের ইচ্ছামত জয়নুদ্দিন সেখ চব্বিশজনের টেন্ডার এক সাথে জমা দেন। এবার টেন্ডার খোলার সময় দেখা যায় জয়নুদ্দিন নিজের টেন্ডারে তিন পার্সেন্ট লেশ উল্লেখ করেছেন। এরপর জয়নুদ্দিনের খোঁজে চারিদিকে মোটর বাইকের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। বাসন্তীতলা ক্লাবের সামনে এক টেলিফোন বুথের মধ্যে জয়নুদ্দিনকে দেখতে পেয়ে ঠিকাদারদের অশ্লীল চিৎকার, নানা রকম অশালিন আস্ফালন এলাকার মানুষকে উৎকণ্ঠিত করে। জয় বুথ থেকে নেমে এলে ধস্তাধস্তি, চর থাপ্পর চলে রাস্তার মধ্যে। এই সময় ত্রাতার ভুমিকায় নেমে এসে টেলিফোন বুথের মালিক (অন্যতম ঠিকাদার) জয়নুদ্দিনকে বাঁচান।

ঘর চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিহর গ্রামে সুসারি রাজমল্ল (৭০) মারা গেলেন ঘর চাপা পড়ে। সম্প্রতি অতি বৃষ্টিতে টিনের চালের মাটির ঘরের চার দেওয়ালই চাপা পড়ায় সুসারিকে গ্রামবাসীরা ডাক্তার না থাকায় মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞপ্তি

থানা সাগরদীঘির অধীন পাউলী মৌজার C. S. খতিয়ান নং ২৩১ R. S. ৪১১ এবং L. R. ৭৩৯/১ কৃ, R. S. দাগ নং ৪৮৮/৯০০ পরিমাণ ২৬ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় সাগরদীঘি থানার অধীন পাউলী গ্রামের পাউলী প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীগণের অভিভাবক হিসাবে বাদী স্বরূপে ঐ গ্রামের মহঃ ইয়াদ হোসেন-এর পুত্র কামারুজ্জামান ১) সমর চক্রবর্তী ২) উত্তম চক্রবর্তীকে ১নং, ২নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করতঃ বিরোধীয় স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীগণের অভিভাবকগণ পক্ষে জঙ্গীপুর দ্বিতীয় সিভিল জজ্ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতে ১৯৯৮ সালে ১০৫নং স্বত্ত্ব মোকদ্দর্মা দায়ের করিয়াছেন। এমতে উক্ত নম্বর মোকদ্দর্মায় উক্ত গ্রামের বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্যে যে কেহ আগামী ইং ২১/৮/২০০০ তারিখে মাননীয় সিভিল জজ্ জুনিয়র ডিভিশন দ্বিতীয় আদালতে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য পেস/দাখিল করিতে পারিবেন।

By Order of the Court
Narendra Nath Das
Sheristadar,
Civil Judge (Junior Division)
2nd Court, Jangipur, Msd.

20/7/2000

সেলসম্যান প্রয়োজন

রেডিমেড পোষাকের কাজ জানা ভাল স্মার্ট সেলসম্যান চাই।

যোগাযোগ করুন ঃ—আশীষ জৈন, মহাবীর বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা, ফোন ৬৬২২৩

জঙ্গিপুর পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিকাশ নন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২০ জুলাই জঙ্গিপুর পুরসভায় নির্বাচিত আট কংগ্রেসী কমিশনার বিরোধী দলনেতা হিসাবে ১৪নং ওয়ার্ডের কমিশনার বিকাশ নন্দকে নির্বাচিত করলেন। কমিশনার আলিমুদ্দিন সেখের বাড়ীতে এক সভায় আলিমুদ্দিনের প্রস্তাবে ও গুলনেহার বিবির সমর্থনে বিকাশ নন্দকে সর্বসম্মত দলনেতা ঘোষণা করা হয়। ঐ দিন সিদ্ধান্ত হয় যে বিকাশ জঙ্গিপুর পুরসভার সমস্ত সভায় যে বক্তব্য রাখবেন বা কর্মসূচী নেবেন তা সব কমিশনারই মেনে নেবেন।

পত্রের প্রতিবাদে (২য় পৃষ্ঠার পর)

সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিতে আমরা জেলায় আবেদন জানিয়েছি। এখানে ঐ রকম সাড়ে তিনজন বাদে দলে কোনও গোষ্ঠী নেই। চিত্তবাবুই আমাদের নেতা। ঐ চিঠিখানা নিয়ে কোথাও কোথাও চিত্তবাবুর বিরূপ সমালোচনা ও নিন্দুক শিবিরে উল্লাস দেখা দেওয়ায় প্রতিবাদ পাঠাতে হল।

আশিস সিংহ রায়, পৌরমন্ডল সভাপতি
কমল সাহা, পৌরমন্ডল সাঃ সম্পাদকসহ
২৫জন সদস্য

বৃক্ষ মায়ের জীর্ণ আঁচল
সবুজে সবুজে ভরিয়ে দাও
সহস্রাব্দের নতুন শপথ
সবুজ বনানী, দৃঢ় ভবিষ্যৎ

আপনার এলাকায় ফাঁকা জায়গায় অবশ্যই বৃক্ষরোপণ করুন ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ২৮৮(৩২)। তথ্য । মুর্শিদাবাদ, তাং ২৫/৭/২০০০

NOTE SHEET

In reference to the Advertisement No 281 (3) dt. 20/7/2000 published in this weekly newspaper published on 26/7/2000. It is notified for general information that the last date for receiving application in the prescribed format for new excise licences is 28/8/2000.

Sd/-
District Magistrate &
Collectorate, Murshidabad

1/8/2000

Memo No. 295(3) Inf. Msd. Dt. 3/8/2000

আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্য প্রকল্পে ব্যয়, প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত টাকার সঙ্গে ব্যয়ের অসামঞ্জস্য এবং সন্দেহজনক কিছু বিলও নাকি ধরা পড়েছে তদন্তে। পঞ্চায়েত সমিতির এক পদস্থ অফিসারের কথায় এই পঞ্চায়েতের ত্রুটি বহু দিনের। পূর্বে ছোটখাটো ত্রুটি ধরা পড়লেও তা সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে বহু পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে। কিন্তু কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি বছরের পর বছর লাগামছাড়া হয়ে যাওয়াই এ যাত্রা আর প্রধান রেহাই পাবেন না বলে জানা যায়।

অনেক প্রাণের বিনিময়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেক তাজা প্রাণের বিনিময়ে, রক্তপিচ্ছিল পথ ধরে এখানে এসেছি। কংগ্রেসী আমলে শিক্ষকের চাকরীর নিশ্চয়তা ছিল না। আজ বাম-ফ্রন্ট আমলে সেই গ্যারান্টি পাওয়া গেছে। শুনছি জঙ্গিপুরের বিমান হাজরা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রার্থী আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিমান হাজরাকে আমি চিনি। তিনি একটি কাগজ বের করেন। সেই কাগজ নাকি তিনি প্রতি স্কুলে স্কুলে বিনা পয়সায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিমান হাজরা মিথ্যাবাদী, ভাঁওতাবাজ লোক। আপনারা তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন না। বিমান হাজরার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। তা না হলে তিনি কি করে ভুলে গেলেন শিক্ষকদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখতো কংগ্রেসী শাসক সরকার। কংগ্রেসী শাসনে শিক্ষকেরা অবসর গ্রহণ করে অনেকেই দারিদ্রের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতেন নচেৎ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতেন। এখন সেই অবস্থা নেই। বেতন বেড়েছে, পেনসন হয়েছে—এসব হয়েছে আন্দোলন করে করে। প্রাথমিক শিক্ষকদের এই অবস্থাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের।

দাবী হিসাবেই থেকে যাবে? (১ম পৃষ্ঠার পর)

শেষ মুহূর্তে এ্যাফ্লেক্স বাঁধের সংস্কারের কাজ শুরু হলেও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জবরদখল থাকায় সংস্কারের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন। প্রতি বছর বন্যার সময় এই বাঁধের জন্যই জঙ্গিপুর শহরসহ বাঁধের উত্তর-দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার কবল থেকে রক্ষা পায়। গত বছর এই বাঁধের কয়েকটা জায়গায় ফাটলও দেখা দেয়। কাজেই এই বাঁধের সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। সারাবছর পড়ে থাকা সত্ত্বেও এই বাঁধের সংস্কার বর্ষার মুখে শুরু করায় স্থানীয় অধিবাসীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বাঁধের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে সংস্কারের কাজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নইলে এবারের বর্ষার শেষ দিকে মহকুমায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

শহরের সরকারী জীবন (১ম পৃষ্ঠার পর)

শহরের সব সরকারী অফিসই বন্ধ ছিল। এমনকি এক বছর আগেও এ ধরনের বন্‌ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা জঙ্গিপুরের পৌর কর্মচারীরা সম্প্রতি কয়েকবারের মত এবারের বন্‌ধ এও অফিসে ঢোকেননি। সকালে দোকানপাঠ খোলা থাকলেও বিকালের দিকে প্রায় অধিকাংশ দোকানই বন্ধ থাকে বাস চলাচল সকালে স্বাভাবিক থাকলেও বিকালে তাও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। জেলার সদর বহরমপুর, মহকুমা সদর কান্দি, অন্য অংশে এই বন্‌ধে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে এ ধরনের হঠাৎ ডাকা বন্‌ধে বহু মানুষ হয়রানির মুখে পড়েছেন। কোর্ট, ব্যাঙ্কে আসা এ ধরনের বহু মানুষকে বন্‌ধের সমর্থকদের প্রতি বিষোদগার করতে দেখা যায়।

প্রয়াণ

অরঙ্গাবাদের বিশিষ্ট মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী হরেন্দ্রনাথ দাস (ভাগলু) গত ২৩ জুলাই অরঙ্গাবাদে তাঁর তাঁতিপাড়া বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি ও তাঁর গুণমুগ্ধ অরঙ্গাবাদের অগণিত মানুষ।

সৌজন্যে : জগন্নাথ সরকার, এ্যাডভোকেট (জঙ্গিপুর কোর্ট)

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মন্ডিয়া — সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।